

আদি-লীলা ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্ গুরুম্ ।

যশ্চাত্মকম্পায়া শ্বাপি মহাক্লিং সন্তরেং সূখম্ ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।

জয়াদৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১

স্রোকের সংস্কৃত টীকা ।

পরমাশক্ত্যাপ্যায়নো ভগবদগুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিস্পিতসিদ্ধয়ে পূর্ববদ্ গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি তমিতি । শ্রীমান্ কৃষ্ণচৈতন্যো চৈতন্যদেবশ্চ পরমাশ্রুতি তম্ । পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্ । সাক্ষাত্তস্তো-পদেষ্ট্ভাসন্তবেহপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুত্বায়ানোহপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদ্গুরুমিতি । পক্ষে সর্বত্রৈব ভগবন্মাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রধান-ভক্তিপ্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-সমগ্রোপদেশাগুগ্রহেণ গুরুমিতি । শ্রীসনাতন-গোস্বামী । ১ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

এই পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরুর বর্ণনা করা হইয়াছে । কল্পতরুর যেমন অক্ষরন্ত ভাণ্ডার, যতই বিতরণ করা যায়, ভাণ্ডার যেমন পূর্ণ-ই থাকে ; শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও তেমনি অক্ষরন্ত প্রেমের ভাণ্ডার—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে তিনি অকাতরে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন ; তথাপি তাঁহার প্রেম-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ-ই রহিয়াছে ; তাই এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে কল্পতরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । প্রেমের ভাণ্ডার তিনি, এজ্ঞ প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কল্পতরু ; আবার প্রেম বিতরণও করেন তিনি, এজ্ঞ তিনি মালী (অর্থাৎ যে বাগানে কল্পতরু আছে, সেই বাগানের মালিক এবং তত্ত্বাবধায়ক) । শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই কল্পতরুর অঙ্কুর ; মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই অঙ্কুরের পরিপুষ্টাবস্থা ; স্বয়ং মহাপ্রভু এই কল্পবৃক্ষের মূল স্বন্ধ (মূল গুঁড়ি) ; এই মূল স্বন্ধ হইতে দুইটি বড় ডাল বাহির হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—একটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অপরটি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু । তারপর ইহাদের পারিষদ, শিষ্য, অনুশিষ্যাদি বৃক্ষের শাখা-উপশাখাদিরূপে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছে । পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন এই কল্পতরুর নয়টি শিকড় । এই চারি পরিচ্ছেদ একটি রূপক মাত্র । তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বদগণ এবং তাঁহাদেরও পার্শ্বদ, শিষ্য, অনুশিষ্যাদি সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শক্তিতে ও আদেশে যাকে তাকে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন ।

শ্লো । ১ । অর্থ্য । জগদ্গুরুঃ (জগদ্গুরু) তং (সেই) শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)—যশ্চ (যাহার—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের) অত্মকম্পায়া (অত্মগ্রহে) শ্বাপি (কুকুরও) মহাক্লিং (মহাসমুদ্র) সন্তরেং (সাঁতার দিয়া পার হই) ।

অনুবাদ । যাহার কৃপায় কুকুরও সাঁতার দিয়া মহাসাগর পার হইতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি । ১ ।

এই শ্লোকটি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের দ্বিতীয়-বিলাসের প্রথম শ্লোক ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমবিতরণের মহিমা-বর্ণন-বিষয়ে নিজেই অসমর্থ মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন, এই শ্লোকে । মহাপ্রভুর কৃপায় সামান্য কুকুরও মহাসমুদ্র পার হইতে পারে ; তাঁহার কৃপা হইলে গ্রন্থকার যে তাঁহার প্রেমদান-মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভকৃতগণ ।
 সৰ্ব্বাভীষ্ট-পূৰ্ত্তিহেতু যাহার স্মরণ ॥ ২
 শ্রীকৃপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ॥
 শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ৩
 এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ ।
 জানি বা না জানি—করি আপন-শোধন ॥ ৪

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্ ।
 দাতা ভোক্তা তংফলানাং যন্তুং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২
 প্রভু কহে—আমি ‘বিশ্বস্তর’-নাম ধরি ।
 নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৫
 এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্য ।
 নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোত্তান-কর্ম্ম ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যঃ শ্রীচৈতন্যঃ স্বয়ং মালাকারঃ উত্তানপালকঃ প্রেমকল্পবৃক্ষ-রোপকোবা, স্বয়ং প্রেমামরতরুঃ কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষশ্চ, যঃ তন্ত বৃক্ষস্ত ফলানাং দাতা ভোক্তা চ, তং চৈতন্যমহং আশ্রয়ে শরণং ব্রজামীতি । ২ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২ । সৰ্ব্বাভীষ্ট-পূৰ্ত্তিহেতু ইত্যাদি—যাহাদের স্মরণ করিলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয় ।

৪ । এ-সব-প্রসাদে—শ্রীকৃপাদি-গোস্বামিগণের অমুগ্রহে । চৈতন্য-লীলাগুণ—শ্রীচৈতন্যের লীলা ও গুণ (মহিমা) । জানি বা না জানি ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের লীলাগুণ লিখিতে জানি বা না জানি, তথাপি লিখি ; কারণ, না জানিয়া লিখিলেও করি আপন-শোধন—তাহাতে নিজের চিন্তের মলিনতা দূর হয় । শ্রীচৈতন্যের লীলাগুণাদির এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যে কোনওরূপে তাহার সংস্পর্শে আসিলেই নিজের চিন্তাশুদ্ধি হয় ; ইহা লীলাগুণাদির বস্তুগত ধর্ম্ম—অগ্নির দাহিকা-শক্তির গুণ । অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে—ইহা না জানিয়াও যদি আগুনে হাত দেওয়া যায়, তথাপি হাত পুড়িয়া যাইবে ; তদ্রূপ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাগুণাদির মহিমা জানা না থাকিলেও এবং লীলাগুণাদি বর্ণন করার ক্ষমতা না থাকিলেও বর্ণনের চেষ্টা মাത്രেই লীলাগুণাদির অলৌকিকী শক্তি বর্ণনকারীর চিন্তের মলিনতা দূরীভূত করিয়া দেয় ।

শ্লো । ২ । অন্বয় । যঃ (যিনি—যে শ্রীচৈতন্য) স্বয়ং (নিজে) মালাকারঃ (মালাকার—উত্তানপালক) স্বয়ং (নিজে) প্রেমামরতরুঃ (প্রেমকল্পবৃক্ষ), তংফলানাং (সেই কল্পবৃক্ষের ফলসমূহের) দাতা (দাতা) ভোক্তা চ (এবং ভোক্তাও), তং (সেই) চৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি) ।

অনুবাদ । যিনি স্বয়ং মালাকার (উত্তানপালক বা বৃক্ষ-রোপণকারী) এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষ ; (আপনার যিনি) সেই বৃক্ষের ফলসমূহ দানও করেন, ভোজনও করেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করি । ২ ।

নিম্নলিখিত পয়ার-সমূহেই এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে ।

৫ । প্রভু—শ্রীমন্ মহাপ্রভু । বিশ্বস্তর—বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বস্তর ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করিলেন—“আমার নাম বিশ্বস্তর ; আমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে ভরণ করিতে পারি—সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার বিশ্বস্তর-নাম সার্থক হইবে ।” তাৎপর্য এই যে, বিশ্ববাসী সকলকেই প্রেমদান করার উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রেমকল্পবৃক্ষের ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন ।

৬ । মালাকার—মালী ; যিনি বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করেন, মূলে জঙ্গসেচনাদি করিয়া বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধান করেন, ফলপুষ্পাদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাকে মালাকার বা মালী বলে । ফলোত্তান—ফলের বাগান ; প্রেমফলের বাগান ।

বিশ্ববাসী সকলকে প্রেমফল দান করার উদ্দেশ্যে প্রভু নিজে মালাকারের কার্য গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই প্রেম ফলের বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন ।

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি ।
 ভক্তি-কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥ ৭
 জয় শ্রীমাদবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর ।
 ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮
 শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল ।
 আপনে চৈতন্যমালী স্বক উপজিল ॥ ৯
 নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্বক হয় ।

সকল শাখার সেই স্বক মূলপ্রায় ॥ ১০
 পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী ।
 ব্রজানন্দপুরী আর ব্রজানন্দভারতী ॥ ১১
 বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ ।
 শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১২
 এই নব মূল নিকসিল স্বকমূলে ।
 এই নবমূলে স্বক করিল নিশ্চলে ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

৭। **ভক্তি-কল্পতরু**—ভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষ । ভক্তির পরিপক্বাবস্থাতেই প্রেমের উদয় হয়, তাই প্রেমকে ভক্তিরূপ বৃক্ষের ফলরূপে মনে করা যায় । ভক্তিরূপ বৃক্ষেই প্রেমফল ধরে বলিয়া প্রভু ভক্তিরূপ বৃক্ষ রোপণ করিলেন । প্রভু নবদ্বীপ-রূপ বাগানেই এই ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিলেন ; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নবদ্বীপের বাগানে যে ভক্তিবৃক্ষ রোপিত হয়, তাহাতেই কৃষ্ণ-প্রেমফল জন্মে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রেম লাভ করিতে হইলে নবদ্বীপের ভজনকে (অর্থাৎ সপরিবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজনকে) মূল ভিত্তি করিয়া ভজন আরম্ভ করিতে হইবে । শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন বাদ দিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভীষ্ট ব্রজপ্রেম পাওয়া যাইবে না । **সিঞ্চি**—সেচন করিয়া । **ইচ্ছাপানি**—ইচ্ছারূপ জল । গোড়ায় জল সেচন করিলে বাগানের গাছ বাড়িতে থাকে ; প্রভুর বাগানের ভক্তিকল্পবৃক্ষ প্রভুর ইচ্ছাতেই বাড়িয়াছিল । অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছাতেই এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদিরূপ ভক্তিবৃক্ষের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল ।

৮। এখানে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বিকাশের ক্রম বলিতেছেন । শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী হইলেন ইহার অঙ্কুর । তিনি ছিলেন **কৃষ্ণপ্রেমপুর**—কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য । সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া সমস্ত জলাশয়াদি পরিপূর্ণ করে ; তাহা হইতে লোকগণ জল পাইয়া থাকে । এইরূপে সমুদ্র হইতেই পরম্পরাক্রমে লোক সকল জল পাইয়া থাকে । তদ্রূপ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই পরম্পরাক্রমে জীব প্রেম লাভ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র বলা হইয়াছে । সাক্ষাদভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতেই বিশ্ববাসী জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছে ; লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার (লৌকিক-লীলার) দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হইতে প্রেম লাভ করিয়াছেন (তদ্রূপ লীলার অভিনয় করিয়াছেন) এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই প্রেমলাভ করিয়াছেন । সুতরাং জীবের প্রেমপ্রাপ্তির ক্রমে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই হইলেন মূল ; তাই তাঁহাকে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর বলা হইয়াছে ।

৯। মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই ঈশ্বরপুরীতে প্রেমের বিকাশ বলিয়া ঈশ্বরপুরীকে অঙ্কুরের পরিপুষ্টিবস্থা বলা হইল । আর লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হইতেই প্রেমলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুকে ভক্তিবৃক্ষের স্বক (গুঁড়ি—অঙ্কুরের পরিণত অবস্থা) বলা হইল । **স্বক**—গাছের গুঁড়ি ; গাছের গোড়ার মোটা অংশকে স্বক বা গুঁড়ি বলে ।

১০। শ্রীচৈতন্য মালী হইয়া কিরূপে বৃক্ষের স্বক হইলেন ? তাহাই বলিতেছেন—সাধারণতঃ মালী কখনও স্বক হইতে পারে না ; কিন্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু মালী হইয়াও স্বকরূপে পরিণত হইয়াছেন । **সকল শাখার ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দাদি সমস্ত শাখার মূল আশ্রয়ই সেই শ্রীচৈতন্যরূপী স্বক ; বৃক্ষের স্বককে আশ্রয় করিয়াই যেমন শাখা-প্রশাখাদি পত্র-ফল-পুষ্প বহন করে, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াই (তাঁহার শক্তিতেই) তদীয় পরিকরাদি জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন ।

১১-১৩। পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষের নয়টি শিকড়ের তুল্য ; বৃক্ষের মূল হইতে চারিদিকে

মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাদীর ।
 অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪
 স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল ।
 উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৫
 বিশ বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল ।
 মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল ॥ ১৬
 একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত ।
 যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত ? ॥ ১৭
 মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন ।
 আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৮

বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ ।
 এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ১৯
 সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল ।
 তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০
 বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা ।
 যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা ? ॥ ২১
 শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ ।
 জগৎ ব্যাপিল—তার নাহিক গণন ॥ ২২
 উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব-অঙ্গে ।
 এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥ ২৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শিকড় বাহির হইয়া যেমন বৃক্ষকে স্থির রাখে, তদ্রূপ পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন ও শ্রীচৈতন্যরূপ বৃক্ষকে নিশ্চল রাখিয়া-
 ছিলেন—প্রেমদানরূপ কার্যে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, সহায়তাদি করিয়া ।

নিকসিল বৃক্ষমূল—বৃক্ষের মূল হইতে বাহির হইল । **নবমূলে**—নয়টা শিকড়ে । **নিশ্চল**—স্থির ; দৃঢ়বন্ধ ;
 অবিচলিত ।

১৪ । উক্ত নয়টা শিকড়ের মধ্যে পরমানন্দপুরীরূপ শিকড় হইতেছেন মধ্যমূল—প্রধান শিকড়, যাহা সোজাসোজি
 মাটির ভিতরে নীচের দিকে যায় ; আর কেশব-পুরী আদি আটজন হইতেছেন পার্শ্বমূল—আটদিকে প্রসারিত
 আটটা শিকড়ের তুল্য ।

১৫ । বৃক্ষের মূল-দেশের বর্ণনা দিয়া এক্ষণে শাখা-প্রশাখাদির বর্ণনা দিতেছেন । স্কন্ধের (বা গুঁড়ির) উপরে
 বহু শাখা, তাহাদের উপরে আবার বহু শাখা জন্মিল ; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি বহু পার্শ্বদ
 এবং এসকল পার্শ্বদকে আশ্রয় করিয়া আবার তাঁহাদের বহু শিষ্যানুশিষ্যাদি প্রেমবিতরণ করিতে লাগিলেন ।

১৬ । “বিশ-বিশ” বাক্য বহুব-বাচক । এই পয়ারের তাৎপর্য এই যে, এক এক পার্শ্বদের বা প্রধান ভক্তের
 আশ্রয়ে তাঁহার অসংখ্য বহু ভক্ত মিলিত হইয়া এক একটা মণ্ডল বা দল গঠিত হইল ; এইরূপ বহুদল নানা দিকে বাহির
 হইয়া প্রেমবিতরণ করিতে লাগিল ।

১৭ । এক একজন প্রধান ভক্তের অসংখ্য আবার বহু বহু ভক্ত ।

১৮ । **আগেত করিব**—পরে বর্ণন করিব । মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম পরবর্তী কয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা
 হইবে । এস্থলে স্কন্ধাদির উল্লেখ মাত্র করিতেছেন ।

১৯ । শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুইটা বড় ডাল বাহির হইল ।
 অর্থাৎ প্রেমবিতরণ-ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের পরেই মুখ্য কর্তা হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত । শ্রীনিত্যানন্দ ও
 শ্রীঅদ্বৈত উভয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদিগকে মূলস্কন্ধ হইতে উদ্গত স্কন্ধ (বড় ডাল)-রূপে বর্ণনা
 করা হইয়াছে ।

২০-২২ । শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীঅদ্বৈতের বহু পার্শ্বদ, শিষ্য, অনুশিষ্য ; তাঁহাদের শিষ্য, অনুশিষ্য, তাঁহাদের আবার
 শিষ্য অনুশিষ্য ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য ভক্ত প্রেমবিতরণ-কার্যে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন ।

২৩ । **উড়ুম্বর বৃক্ষ**—যজ্ঞদুধর গাছ । **ভক্তি-বৃক্ষের ফল**—প্রেম । **যজ্ঞদুধর গাছের**—গুঁড়ি, শাখা,
 উপশাখা প্রভৃতি—সর্বত্রই যেমন ফল ধরে, তদ্রূপ ভক্তিবৃক্ষেরও—গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি—সর্বত্রই প্রেমফল

মূলবৃক্ষের শাখা আর উপশাখাগণে
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৪
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর ।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল ॥ ২৫
ত্রিভুগতে যত আছে ধন রত্ন-মণি ।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৬
মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র ।
ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র ॥ ২৭

অঞ্জলি-অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে ।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ-পরিবার ।
মূল শাখা প্রশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ববল্লিয়কর্ম ।
স্বাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম ॥ ৩০
এ-বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন ।
বাঢ়িয়া ব্যাপিল সতে সকল ভুবন ॥ ৩১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ধরিল ; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পার্শ্বদগণ, পার্শ্বদগণের পার্শ্ব ও শিষ্যশিষ্যাণি সকলেই শ্রীচৈতন্যের রূপায় প্রেমবিতরণের যোগ্যতা লাভ করিলেন ।

২৫। নাহি লয় মূল্য—মূল্য লয় না ; যথাবিধি সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখে না । পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রকট-লীলায়—জীবের সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, অপরাধাদির বিচার না করিয়া—যাহাকে-তাহাকে রূপা করিয়াছেন,—স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ইচ্ছামাত্রে মহা অপরাধীরও অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকেও প্রেম দান করিয়াছেন । ১৮৮২৭ পয়ারের টীকা এবং ১৮৮২৪ পয়ারের টীকায় “অনায়াসে ভবক্ষয়”-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য ।

২৬। ত্রিভুগতের সমস্ত ধনরত্নাদি একত্র করিলেও একটি প্রেমফলের মূল্য হইবে না ; এমন যে দুর্লভ বৃক্ষ-প্রেম, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা যাহাকে-তাহাকে দান করিয়াছেন ।

২৭-২৮। যে প্রেম চাহিয়াছে, তাহাকেও দিয়াছেন ; যে চাহে নাই, তাহাকেও দিয়াছেন ; যে ব্যক্তি প্রেম পাওয়ার যোগ্য (শুদ্ধচিত্ত), তাহাকেও দিয়াছেন, যে অপাত্র—মলিনচিত্ত বলিয়া অযোগ্য, (স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাহার চিন্তের মলিনতা দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ) তাহাকেও প্রেম দিয়াছেন । পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমদান-কার্যে কোনওরূপ বিচারই করেন নাই, অতঃ কোনও অহুসঙ্কানও তাঁহার ছিল না, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রেম-বিতরণের দিকে । “দীয়তাং ভুজ্যতাং” ছাড়া আর কিছু তিনি জানিতেন না । তাই অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া তিনি চারিদিকে প্রেম ছড়াইয়াছেন, সকলে তাহা কুড়াইয়া খাইয়াছে, আর তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন ।

দরিদ্র—সাধন-ভজনহীন ; অথবা প্রেমহীন ।

২৯। মালাকার—শ্রীচৈতন্য । বৃক্ষ-পরিবার—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিই তাহার পরিবার ; শ্রীনিত্যানন্দাদি । এই পয়ারের সঙ্গে ৩১ পয়ারের অন্বয় ।

৩০-৩১। পূর্ব-পয়ারে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিকে সম্বোধন করিয়া কিছু (পরবর্তী ৩২—৪১ পয়ারোক্ত কথাগুলি) বলা হইয়াছে ; ইহাতে বুঝা যায়, শাখা-প্রশাখাদির যেন কথা শুনার এবং তদনুরূপ কাজ করার ক্ষমতা আছে ; সাধারণ বৃক্ষের কিন্তু এরূপ কোনও ক্ষমতা নাই ; কিন্তু ভক্তিবৃক্ষ-বৃক্ষের যে এরূপ অলৌকিকী ক্ষমতা আছে, তাহাই এই দুই পয়ারে বলা হইতেছে ।

সর্ববল্লিয়-কর্ম—চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ (করার ক্ষমতাই এই অলৌকিক ভক্তিবৃক্ষের আছে) । স্বাবর—যাহা এক স্থান হইতে অতঃ স্থানে যাইতে পারে না, তাহাকে স্বাবর বলে । জঙ্গম—যাহা এক স্থান হইতে অতঃ স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, যেমন মানুষ । বৃক্ষমাত্রই স্বাবর ; কিন্তু অলৌকিক ভক্তিবৃক্ষ স্বাবর হইলেও জঙ্গমের ন্যায় সর্বত্রই চলিয়া বেড়াইতে পারে ।

একলা মালাকার আমি কাঁই কাঁই ঘাব ? ।

একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ? ॥ ৩২

একলা উঠাএগা দিতে হয় পরিশ্রম ।

কেহো পায়, কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৩

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে—

যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৪

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ?

না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ? ॥ ৩৫

আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর ।

তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬

অতএব সভে ফল দেহ যারে তারে ।

খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ ৩৭

জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ।

সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্তি ॥ ৩৮

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার ।

জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৩২ । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদিকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে ।

৩৪ । যাকে তাকে অকাতরে প্রেম দান করার জ্ঞান প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোনওরূপ বিচার না করিয়া ইচ্ছামাত্রই সকলকে প্রেম লাভের যোগ্য করিয়া তৎক্ষণাৎই সকলকে প্রেমদানের শক্তি মহাপ্রভু তাঁহার অল্পগত ভক্তমাত্রকেই দিয়াছেন ।

৩৭ । অজরে—যাহার জরা বা বৃদ্ধত্ব নাই । অমরে—যাহার মৃত্যু নাই । জীব স্বরূপতঃ অজর ও অমর ; মায়াবদ্ধ কবলে আত্মনিষ্কোপ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়াই জীব জন্ম-মরণাদির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্শ্বদাদির রূপায় জীব যখন প্রেমলাভ করিবে, তখন আত্মবুদ্ধি ভাবেই তাহার মায়াবন্ধন ছুটিয়া যাইবে, তখনই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবে । এইরূপে, জীব যাহাতে স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাহা করার নিমিত্তই প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ও তদনুরূপ শক্তি দিলেন ।

৩৯ । ভারতভূমি—ভারতবর্ষ । পর-উপকার—পরের উপকার বা হিত-সাধন । পরোপকারেই মানব-জন্মের সার্থকতা—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে বলিলেন । কিন্তু এই পরোপকারটি কি ? মানুষের দুঃখদৈন্ত দূর করা, দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রাদি দান করাও পরোপকার (পরবর্তী দুই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু সমস্ত দুঃখ-দৈন্তের মূল যে মায়াবন্ধন, সেই মায়াবন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই জীবের দুঃখ-দৈন্ত সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে । আর মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া—দুঃখ-দৈন্তের মূল উৎপাটিত করিয়া—যদি প্রেমদান করা যায়, তাহা হইলে জীব অপার শাস্ত আনন্দের অধিকারী হইতে পারে ; এই প্রেমদানেই হইল পরোপকারের চরম-পরিণতি—ইহাই এস্থলে প্রকরণ-বলে বুঝা যায় । “ভারতভূমিতে” বলার সার্থকতা এই যে, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষেই বেদ-পুরাণাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে—যাহাতে, কিরূপে জীবের সংসারবন্ধন ঘুচিতে পারে, কিরূপে জীব রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর সন্ধান পাইতে পারে এবং তাঁহার সহিত নিজের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে এবং কিরূপে ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে—তাহা বিবৃত হইয়াছে । ভারতীয় ঋষিগণ জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বেদ-পুরাণাদি জগতে প্রচার করিয়াছেন । এতাদৃশ পরম-করণ, জীবের পরম-হিতৈষী ঋষিদিগের চরণরঞ্জন এই ভারত-ভূমিতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, ঋষিদিগের আদর্শের অনুসরণে তাঁহাদেরই চরণ স্মরণ করিয়া জীবের কল্যাণের জ্ঞান চেষ্টাতেই তাঁহাদের এই ভারতবর্ষে জন্ম সার্থক হইতে পারে । বিশেষ করিয়া “মনুষ্য-জন্ম” বলার সার্থকতা এই যে, মানুষেরই বিচার-বুদ্ধি আছে, অন্য জীবের নাই ; সেই বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা নিজের এবং অপর সাধারণের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টাতেই সেই বিচার-বুদ্ধির এবং সেই বিচার-বুদ্ধিসম্বিত মনুষ্যজন্মের

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৫)

এতাবজ্জন্মসাকল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।

প্রাণৈরর্থৈর্মিষা বাচা শ্রেয়স্চাচরণং সদা ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ফলিতমাহ এতাবদিতি । দেহিনাং বিচিত্রবহুল-দেহভূতাং কর্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয়স্চাচরণং যৎ । পাঠান্তরে প্রেয় এবাচরণং সদা ইতি । যদেতাবজ্জন্মসাকল্যং ইতি তত্র প্রাণৈরিত্যিতি প্রাণানাদিরেণ কৰ্ম্মভিরিত্যর্থঃ । মিষা সতুপায়চিত্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরূপয়া এবাং সমুচ্চয়শক্ত্যভাবে পরপরোপাদানঞ্চ জ্ঞেয়ম্ । শ্রীসনাতন-গোস্বামী । ৩ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সার্থকতা; অতুথা মনুষ্য-জন্মের এবং পশ্বাদি-যোনিতে জন্মের পার্থক্য কিছু থাকে না । ভারতে যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, অতুদেশজাত মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহাদের এবিষয়ে দায়িত্ব বেশী; যেহেতু, অতুদেশ সর্বপ্রথমে বেদ-পুরাণাদিকে এবং জীবের পরম-কল্যাণকামী ঋষিদিগের পবিত্র চরণরজঃকে বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে নাই; সেই সৌভাগ্য কেবলমাত্র ভারতের এবং ভারতবর্ষজাত মনুষ্যদিগের । তাই, জীবের আতান্তিক হিতের চেষ্টাতে ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভের সার্থকতা । পরবর্তী দুই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৩। অর্থঃ । প্রাণৈঃ (প্রাণ দ্বারা) অর্থৈঃ (অর্থ দ্বারা) মিষা (বুদ্ধি দ্বারা—সতুপায়-চিত্তনাদি দ্বারা) বাচা (বাক্য দ্বারা)—দেহিষু (জীববিষয়ে) সদা (সর্বদা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরণম্ (আচরণ)—এতাবৎ (ইহাই) ইহ (পৃথিবীতে) দেহিনাং (জীব-সমূহের) জন্মসাকল্যং (জন্মের সফলতা) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বলিলেন—“প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা জীবদিগের যে মঙ্গলাচরণ—তাহাই ইহ জগতে দেহীদিগের জন্মের সফলতা ।” ৩

প্রাণৈঃ—প্রাণদ্বারা অর্থাৎ যে সমস্ত কাজে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই সমস্ত কাজের দ্বারাও । প্রয়োজন হইলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও পরোপকার করিবে । অর্থৈঃ—অর্থ দ্বারা ; নিজের ধন-সম্পত্তি পরোপকারে নিয়োজিত করিবে । মিষা—বুদ্ধি দ্বারা । কিরূপে পরের উপকার করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিজের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিবে । বাচা—বাক্য দ্বারা । মুখে উপদেশাদি দ্বারাও পরোপকার করিবে । প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য—এই চারিটি দ্বারাই পরোপকার করা কর্তব্য ; যাহারা প্রাণাদি বস্তুচারিটীর সকলটিকেই পরোপকারে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই ধনু ; যাহারা তাহা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাণ মিষা না পারিলে ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা—তদ্বারা না পারিলে বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা এবং তদ্বারাও না পারিলে কেবল বাক্য দ্বারাও পরোপকার করিবেন । এইরূপ করিলেই জীবের জন্ম সার্থক হইতে পারে ।

বৃক্ষসমূহ পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বন্ধল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্ঘাস, ভস্মাদি দ্বারাও প্রাণীদিগের উপকার করিয়া থাকে ; তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা ব্রজবালকগণের নিকটে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি—জীবসমূহকে পরোপকার-ব্রতে উন্মুখ করার নিমিত্ত—বলিয়াছেন । বৃক্ষসমূহ নিজেরা রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়াও প্রাণীদিগকে ছায়া দান করে ; নিজেরা আহাঁর না করিয়াও নিজেদের ফলাদি দ্বারা অপরের ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে ; নিজেদের দেহস্বরূপ কাষ্ঠদ্বারাও মানুষের বন্ধনের বা শীত-নিবারণের নিমিত্ত অগ্নির ইন্ধন এবং গৃহ-নিৰ্ম্মাণের উপকরণাদি যোগায় । এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সকলেই অপর সকলের প্রকৃত অভাব দূর করার নিমিত্ত—তাহাদের দুঃখদৈন্ত দূর করার নিমিত্ত—ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি, বিপন্নকে যথোচিত সাহায্যাদি দান করিবার উদ্দেশে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—ইহাই এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ । যে ব্যক্তি ইহা করিতে পারেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক ; আর যিনি তাহা পারিবেন না, তাঁহার জন্ম বৃথা ।

বিষ্ণুপুরাণে (৩।১২।৪৫)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।

কৰ্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ইহলোকে পরত্র পরলোকে চ প্রাণিনাং উপকারায় যদেবেহ মতিমান্ জনঃ তদেব ভজেৎ অবশ্যং কুৰ্ঘ্যাৎ । কেন প্রকারেণ ? কৰ্মণা কারকশ্রেণ্যম্বেণ মনসা বুদ্ধীন্দ্রিয়েণ বাচা উপদেশাদিনা চেতি । ৪ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ৪। অর্থঃ । ইহ (ইহকালে) পরত্র চ (এবং পরকালে) প্রাণিনাং (প্রাণীদিগের) উপকারায় (উপকারের নিমিত্তভূত) যৎ (যাহা) [ভবেৎ] (হয়), মতিমান্ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) কৰ্মণা (কৰ্ম্মদ্বারা) মনসা (মন দ্বারা) বাচা (বাক্য দ্বারা) তদেব (তাহাই) ভজেৎ (করিবে) ।

অনুবাদ । যাহা ইহকালে এবং পরকালে প্রাণীদিগের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, কৰ্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই করিবে । ৪ ।

ইহ—ইহকালে, এই সংসারে অবস্থান-কালে । পরত্রচ—এবং পরকালে, মৃত্যুর পরে । “ইহ পরত্রচ” বাক্যে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, যাহাতে প্রাণীদিগের ইহকালের উপকার হইতে পারে, তাহা করিবে এবং যাহাতে পরকালের উপকার হইতে পারে তাহাও করিবে । নিরম্মকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতিই জীবের ইহকালের উপকার । উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে, পত্র-পুষ্প-ফলাদি দ্বারা বৃক্ষগণ যে পরোপকার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন ; পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা যে পরোপকার, তাহা মুখ্যতঃ ইহকালেরই উপকার ; শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাহাও প্রশংসনীয় ; বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে “ইহ”—শব্দে তাহা পরিষ্কৃত ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন । আর, নামকীৰ্ত্তনাদি, ভগবৎ-কথার আলোচনাদি এবং ভক্তনোপদেশাদি দ্বারা যে পরোপকার করা হয়, তাহা পরকাল সম্বন্ধীয়—ইহার ফলে পরকালে সংসার-মুক্তি হইতে পারে । ইহাও প্রশংসনীয় ও কর্তব্য । ইহকালের উপকার অপেক্ষা পরকালের উপকার অধিকতর শ্লাঘা হইলেও ইহকালের উপকারও উপেক্ষণীয় নহে, তাহাও কর্তব্য । বস্তুতঃ, স্থলবিশেষে অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান কিম্বা বিপদ হইতে উদ্ধার করা রূপ ইহকালের উপকার ব্যতীত পরকালের উপকারের সুযোগই হয় না—অনাহারে বা দুঃখদৈন্ত্রে যদি লোক মরিয়াই যায়, তবে তাহাকে ভক্তনোপদেশ দিবে কখন ? অবশ্য, অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা উপকারকালে পাত্রাপাত্র বিচার করা কর্তব্য ; যে ব্যক্তি উপার্জনক্ষম, সে যদি আয়াস-প্রিয়তাবশতঃ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে চায়, তাহাকে নিত্য ভিক্ষা দিলে তাহার উপকার না করিয়া অপকারই করা হইবে—কারণ, তাহাতে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ; ইহা তাহার পক্ষে অমঙ্গলজনক তো হয়ই, পরন্তু সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও অমঙ্গলজনক ।

কৰ্ম্মণা—শারীরিক পরিশ্রমমূলক কার্য দ্বারা । মনসা—মনের দ্বারা ; মনেও পরের উপকার চিন্তা করিবে এবং নিজের বুদ্ধিকেও পরের উপকারে নিয়োজিত করিবে । বাচা—বাক্যদ্বারা ; উপদেশাদি দ্বারা । সাধারণতঃ একটা কথা শুনা যায় যে,—“সত্য কথ্যে বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় হইলে সত্য কথাও বলিবে না । সত্যং ক্রিয়াং প্রিয়ং ক্রিয়াং মা ক্রিয়াং সত্যমপ্রিয়ম্ ।” কিন্তু পরের উপকারের নিমিত্ত বাস্তবিকই যাহার প্রাণ কাঁদে, তিনি সর্বদা এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন না ; পরের উপকারের নিমিত্ত অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা তাহাকে বলিতে হয় এবং তাহা বলাই কর্তব্য । বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলেন । “শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদুপাত্যস্তম-প্রিয়ম্ ।—অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই শ্রেয়ঃ । বিষ্ণুপুরাণ । ৩।১২।৪৪ ॥”

সর্বতোভাবে পরের উপকার করাই যে জীবের কর্তব্য, তাহা এই শ্লোকেও বলা হইল । পূর্ববর্তী ৩২ পয়ারের প্রমাণরূপে এই দুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্য-ধন ।
ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জন ॥ ৪০
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাও এই ত ইচ্ছাতে—
সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪১

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৩)

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্ ।
সুজনস্তেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্বিনঃ ॥ ৫

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার ।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার ॥ ৪২
যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল ।
ফলাশ্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৩
মহামাদক প্রেম-ফল পেট ভরি খায় ।
মাতিল সকল লোক—হাসে নাচে গায় ॥ ৪৪
কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার ।
দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ন চ কেবলং বাতাদিভূষণং বৃক্ষস্তি সর্বার্থকং সম্পাদয়ন্তীত্যাহ অহো ইতি স্বাভ্যাম্ । অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা । বরং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠং কুতঃ সর্বেষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ । জীবানামিতি পাঠেহপি স এবার্থঃ । হেতুনিজন্তাং গিনিঃ । তদেবাহ যেষাং যেভ্যো বিমুখা ন যান্তি জনাঃ । বৈ প্রসিদ্ধৌ । শ্রীসনাতন-গোস্বামী । ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৪০-৪১ । এই দুই পয়ারও মহাপ্রভুর উক্তি । বৃক্ষ হইতে সমস্ত প্রাণীরই উপকার হয় বলিয়াই তিনি মালী হইয়াও বৃক্ষ হইয়াছেন । তাৎপর্য্য এই যে—কেবল যে মনুষ্যদিগকেই প্রেমবিতরণ করিতে হইবে, তাহা নহে ; পরন্তু সমস্ত প্রাণীকেই—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলকেই—প্রেম দিতে হইবে—ইহাই তাঁহার পার্শ্বদাতির প্রতি প্রভুর আদেশ ।

বৃক্ষ যে সকল প্রাণীরই উপকার করে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ ভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৫ । অম্বয় । অহো (অহো) ! সর্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং (সর্বপ্রাণীর উপজীব্য স্বরূপ) এষাং (এ সমস্ত) [বৃক্ষাণাং] (বৃক্ষ সমূহের) জন্ম (জন্ম) বরং (শ্রেষ্ঠ)—সুজনস্ত (সুজনের—দয়ালু ব্যক্তির) ইব (তায়) যেষাং (যাহাদের—যাহাদের নিকট হইতে) অর্থিনঃ (প্রার্থী ব্যক্তিগণ) বিমুখাঃ (বিমুখ—বিমুখ হইয়া) ন যান্তি (যায় না) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ তজ্জবালকগণকে বলিলেন—“অহো ! সমস্ত প্রাণীর উপজীবিকা স্বরূপ এসমস্ত বৃক্ষের জন্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, সুজনের নিকট হইতে যাচকগণ যেমন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, তদ্রূপ ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ বিমুখ হইয়া যায় না । ৫।”

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকল প্রাণীই বৃক্ষের নিকট হইতে উপকার পায় ; বৃক্ষের ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি অনেক প্রাণীরই আহার ; সকল প্রাণীই বৃক্ষের ছায়ায় শ্রম অপনোদন করে ; ইত্যাদি ভাবে বৃক্ষ সকল প্রাণীরই উপকার সাধন করে । এজ্জগুই বলা হইয়াছে—বৃক্ষের জন্ম অল্প সকলের জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ—অল্প কোনও প্রাণী দ্বারা ই বৃক্ষের তায় সকল প্রাণীর উপকার সাধিত হয় না বলিয়া ।

৪২ । এই আজ্ঞা—৩২-৪১ পয়ারে কথিত আদেশ । নির্কিঁচারে সকলকে প্রেমদানের আদেশ । বৃক্ষ-পরিবার—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি ; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি ।

৪৩-৪৫ । শ্রীচৈতন্যের আদেশে সকলেই যাকে-তাকে নির্কিঁচারে প্রেমদান করিলেন ; তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইলেন ; তাঁহাদের দেহে প্রেমের বাহুবিকারও দৃষ্ট হইতে লাগিল ; প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহারা কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, কখনও গান করেন—কখনও বা মাটিতে গড়াগড়ি যান, আবার কখনও বা হুঙ্কার করিয়া উঠেন । ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না ।

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ।

নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬

সর্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান ।

প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭

যে যে পূর্বের নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল' ।

সেহো ফল খায়,—নাচে বোলে 'ভাল ভাল' ॥ ৪৮

এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ ।

এবে শুন ফলদাতা যে-যে শাখাগণ ॥ ৪৯

শ্রীকৃপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তি-

কল্পবৃক্ষবর্ণনং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৪৬ । যে প্রেমে তিনি বিশ্বাসী সকলকে মত্ত করিলেন, সেই প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হইলেন ।

৪৭ । প্রেমে মত্ত ইত্যাদি—যেদিকে চক্ষু ফিরান, সেদিকেই দেখেন, সমস্ত লোক প্রেমে মত্ত হইয়াছে । এমন কাহাকেও কখনও দেখা যায় নাই—যে নাকি কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হয় নাই ।

৪৮ । যাহারা পূর্বের মহাপ্রভুকে মাতোয়াল বলিয়া নিন্দা করিত, এক্ষণে তাহারাও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেমের প্রভাবে মাতালের আশ নাচিতে গাহিতে লাগিল । অপরাধ খণ্ডাইয়া প্রভু নিন্দকদিগকেও প্রেমদান করিয়াছেন ; পরম-দয়াল-অবতারে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই ।